নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

ধর্ম ও জীবন

ইসলাম ও বর্তমান রাজনীতি

শেখ রিফাদ মাহমুদ প্রকাশ: ২২ অক্টোবর ২০২৬ ৪ মিনিট পাঠ



আরবি শব্দ সিয়াসাত, যার বাংলা অর্থ রাজনীতি। সিয়াসাত আরবি শব্দ হওয়ায় আমাদের উপমহাদেশে রাজনীতি শব্দই ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো কুরআন-হাদিস নির্দেশিত রাষ্ট্রনীতি, জনগণের সমস্যা সমাধান করা, বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে দেশ পরিচালনা এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচক্ষণতার সাথে উপায় বের করা, যে কোনো ধরনের দুর্নীতি ও বৈষম্য পরিহার করে চলা।

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যে রাজনীতি, সেটিই মূলত ইসলামি রাজনীতি। ইসলাম ধর্মের উত্থানের পেছনে শুধু ধর্মীয় প্রচারণাই নয়, একটি সুশৃঙ্খল ও ন্যায়ভিত্তিক রাজনৈতিক কাঠামোর অবদান অনেক বেশি ছিল। তবে বর্তমানে রাজনৈতিক প্রয়োজনেই ধর্মীয় বিষয়গুলো অত্যন্ত সুকৌশলে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাঙালীরা স্বভাবতই ধর্মীয়ভাবে স্পর্শকাতর। আর এই আবেগকে পুঁজি করেই যুগে যুগে ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন অপকর্ম ঘটেছে। কেউ

কেউ ভন্ডামির মাধ্যমে পীরের বেশ ধরে, ধর্মীয় দু-চারটা ভালো কথা বলে আখের গোছানোর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছে। আবার অনেকেই ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে রাজনৈতিকভাবে নিজেদের হীন স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছে।

বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল রয়েছে। দলগুলোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য শরিয়াভিত্তিক সমাজ গঠন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার কথা থাকলেও অনেক দলই ধর্মীয় কথা প্রচারের চেয়ে নিজের দলের কথা প্রচারেই অধিক মনোযোগ দেয়। ধর্মকে পুঁজি করেই মূলত রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় কতিপয় কিছু দল। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক প্রয়োজনেই বড় দলগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে তারা। অনেক দলগুলোই সুযোগ-সুবিধার রাজনীতির দিকেই ঝুঁকে পড়ে। নিবন্ধিত ইসলামি ধারার দলের সংখ্যা ১০টি হলেও, এক বা দুইজন হুজুরকে কেন্দ্র করে প্যাড-সর্বস্ব অসংখ্য ইসলামি দল গজিয়ে উঠেছে। জনসমর্থন তেমন না থাকলেও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় জোটগঠনে দলগুলোর উপস্থিতি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। দলগুলোর প্রধান হুজুরদের ধর্মীয় সভা বা মাহফিলে মানুষের উপস্থিতির সংখ্যাকেই জনসমর্থন হিসেবে চালিয়ে দিতে চান তারা।

দলগুলোর গঠনতন্ত্রে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে শরিয়াভিত্তিক সমাজ গঠন এবং ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ থাকলেও, মাঠের বাস্তবতা অনেকটাই ভিন্ন এবং হতাশাজনক। এদের মধ্যে কোনো কোনো দল সাংগঠনিকভাবে অত্যন্ত সুসংগঠিত হলেও, ধর্মের লেবাসে তারা চরম নোংরা ও প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতির চর্চায় মগ্ন। বাইরে তারা অত্যন্ত পরিপাটি ও আদর্শের বুলি আওড়ালেও, বাস্তবে তাদের কর্মকান্ডে চরম উগ্রতা, অসহিষ্ণুতা এবং প্রতিশোধস্পৃহা প্রকাশ পায়। ধর্মের মূল বাণী প্রচারের চেয়ে বিরোধীদের চরিত্রহনন করাটাই যেন তাদের প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে এই ধারার রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও অপতথ্য ছড়ানো। সুপরিকল্পিতভাবে সংঘবদ্ধ সাইবার সেল তৈরি করে তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অপতথ্যের পাহাড় গড়ে তোলে। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে তারা এতটাই মরিয়া যে, ভিন্নমতের কাউকে সামাজিকভাবে হেয় করতে ফেক ফটোকার্ড বানিয়ে, বিকৃত ছবি ছড়িয়ে এবং বানোয়াট উদ্ধৃতি দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে রীতিমতো বিষাক্ত করে তুলেছে। পবিত্র কুরআনে কোনো খবর যাচাই না করে প্রচার করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, অথচ এরা মিথ্যাচার ও গুজব ছড়ানোকেই যেন তাদের অলিখিত 'ইবাদত' হিসেবে গ্রহণ করেছে।

রাজনীতির বিপরীতে আরেক প্রকার রাজনীতি আছে। যা হচ্ছে সিয়াসাহ জালিমা তথা মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতারণা। বর্তমান সময়ে রাজনীতির বিপরীত দিকটাই বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো চলছে রূপক ও অন্তঃসারশূন্য নীতির ভিত্তিতে। এভাবেই সাধারণ জনগণকে পরিবর্তনের কথা শুনিয়ে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের কর্মপন্থা পরিচয় দেয়, তারা দুর্নীতির পেছনে ছুটছে এবং তাদের তাদের রীতি-নীতি, পন্থা ও কর্মে ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার কোন লক্ষণ সেভাবে দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে তারা মুখোশের আড়ালে তাদের অশুভ উদ্দেশ্যকেই হাসিল করতে চায়।

ইসলামে গীবত, পরনিন্দা ও পরচর্চাকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য জঘন্য অপরাধ বলা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই দলগুলির অন্ধ অনুসারীদের রাজনৈতিক কৌশলের অন্যতম প্রধান অংশই হলো বিরোধীদের নামে কুৎসা রটানো এবং গীবত করা। তাদের মতের সাথে সামান্য অমিল হলেই তারা প্রতিপক্ষের চরিত্রহননে মেতে ওঠে। রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে তারা ব্যক্তিগত আক্রমণ, পারিবারিক বিষয় নিয়ে গুজব ছড়ানো এবং ভিন্নমতের কাউকে সহজেই ধর্মবিরোধী ট্যাগ দিয়ে সমাজের চোখে খাটো করার ঘৃণ্য খেলায় মেতে ওঠে।

রাজনীতির বিপরীতে থাকা এই সিয়াসাহ জালিমা তথা মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতারণা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাদের অনুসারীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে চরম উগ্রতার চর্চা করে, যেখানে পরমতসহিষ্ণুতার বিন্দুমাত্র স্থান নেই। তারা সাধারণ জনগণকে সুন্দর সুন্দর কথার বলে এবং ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়ে আকৃষ্ট করলেও তাদের মূল কর্মপন্থা প্রমাণ করে, তারা মুখোশের আড়ালে কেবলই ক্ষমতা দখলের অশুভ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। প্রকৃতঅর্থে রাজনীতি কখনোই ইসলাম থেকে আলাদা নয়। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতির নামে যে মিথ্যা, প্রতারণা, গীবত ও চরিত্রহননের মহোৎসব চলছে, তা কোনোভাবেই ইসলামের শিক্ষা হতে পারে না। ইসলামের নবীগণ যুগ যুগ ধরে তাগূতী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করেছেন সততা, ধৈর্য ও ন্যায়ের মাপকাঠিতে; কোনো ফেক নিউজ বা প্রোপাগান্ডার আশ্রয় নিয়ে নয়। নমরুদের বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ.), ফিরআউনের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.)-এর সংগ্রাম প্রমাণ করে নবীগণ ন্যায়ের পক্ষে রাজনীতি করেছেন। মদিনার সনদে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, পরমতসহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও নাগরিক সাম্যের সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার সাথে বর্তমানের এই অন্তঃসারশূন্য, উগ্র ও অপতথ্য-নির্ভর রাজনৈতিক চর্চার কোনো মিল নেই।

সাধারণ মানুষ তাদের এই দ্বৈত চরিত্র ঠিকই বোঝে। সে কারণেই তারা ধর্মের কথা বলে

সাময়িক আবেগ তৈরি করতে পারলেও, আস্থার জায়গায় সাধারণ জনগণ তাদের ওপর নির্ভর করতে ভয় পায়। কারণ মানুষ জানে, সুযোগ পেলে তারা কতটা প্রতিশোধপরায়ণ ও উগ্র হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের প্রত্যাশা, ধর্মের নামে যারা এই নোংরা প্রোপাগান্ডা, অপতথ্য ও চরিত্রহননের রাজনীতি করছে, সাধারণ মানুষ তাদের আসল মুখোশ চিনে নিক। সমাজ থেকে অন্যায়-অনাচার, ব্যভিচারের পাশাপাশি ডিজিটাল যুগের এই মিথ্যাচার, ফেক ফটোকার্ড ও গীবতের রাজনীতিও সমূলে উৎপাটন হওয়া জরুরি। ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করে বৃহত্তর জনসাধারণের কল্যাণে সততা, পরমতসহিষ্ণুতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হোক আমাদের সত্যিকারের রাজনৈতিক চর্চা।